দৈনিক খবর

তারিখ 1 1 MA: 1990
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 8 ...

13

রমনা রেলওয়ে স্কুল শিক্ষক-কর্মচারীরা ৮ মাস সরকারী ভাতা পাচ্ছেন না

।। খবর রিপোর্ট ।।

রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীরা গত আট মাস যাবত সরকারী ভাতা পাচ্ছেন না। দুর্নীতির দায়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাময়িকভাবে বরখাস্ত হবার পরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের এক নির্দেশে স্কুলটির ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ৫-এর পাতায় দেখুন ৫ঃ

শিক্ষক-কর্মচারীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে, ঢাকা মহানগরীর বহুল আলোচিত রমনা রেলওয়ে বিদ্যালয়টি ওসমানী উদ্যান থেকে সুরীটোলায় স্থানান্তরের পরে প্রধান শিক্ষক সায়েক উদ্দিনকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে কার্যকরী সংসদ সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে। এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর স্কুলটির সরকারী ভাতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতির খেসারত দিতে হচ্ছে স্কুলটির নিম্নবেতনভুক শিক্ষক-কর্মচারীদের। গত ৮ মাস যাবত তারা সরকারী ভাতা পাচ্ছেন না। এই দুর্মূল্যের বাজারে চরম দুর্গতির মাঝে দিন কাটাতে হচ্ছে তাদের।

জানা গেছে, শিক্ষা অধিদফতরের অডিট অফিসার গত ১০ই মে '৮৯তে রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষাশেষে পেশকৃত প্রতিবেদনে শিক্ষক সায়েক উদ্দিনের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও আত্মসাৎসহ নানা অভিযোগ উত্থাপন করে বিচার ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কার্যকরী কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে পেশ করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, স্কুলের শিক্ষিকা অঞ্জলী দত্ত বিএড কোর্স করতে গেলে তাকে বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। অথচ দেখা যায় যে, তাকে প্রশিক্ষণ চলাকালে ৪ হাজার ৫৬৮ টাকা সরকারী অনুদান প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রধান শিক্ষক যে ঘাপলা করেন তাতে একজন শিক্ষক ও তিনজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে নিয়োগপত্র দিলেও বিধি মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়নি। এ কারণে তাদের সরকারী অনুদান হিসেবে মোট ৮২ হাজার ৮৭১ টাকা ফেরত চাওয়া হয়। এছাড়া একজন কামিল পাস শিক্ষককে অনিয়মিতভাবে উচ্চতর স্কেলে ৪০ হাজার ৮৪৯.১০ টাকা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং একজন শিক্ষককে বরখাস্ত দেখানো সত্ত্বেও তার নামে ২২ হাজার ৯৯৬ টাকা প্রধান শিক্ষক তুলেছেন। এসব টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরত দেয়ার নির্দেশ এ প্রতিবেদনে দেয়া হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা কর্তৃপক্ষ এসব তদন্ত করতে গেলে কাগজপত্র দৃষ্টে বিভিন্নখাতে আরো ১ লাখ ৭১ হাজার ৫৫০ টাকা আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়ে। ফলে তাকে সাময়িককালের জন্য বরখাস্ত করা হয় এবং কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে পৌছানো হয়।

এতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন শিক্ষিকা অঞ্জলী দত্ত কখনও আসেননি বা অর্থনৈতিক কোন লেনদেনও করেননি। দূত মারফত বা ডাকযোগেও তাকে কোন অর্থ প্রদান করা হয়নি। এজন্য কোন অর্থ তার নামে প্রধান শিক্ষক গ্রহণ করে থাকলে তিনিই তার দায়ভার গ্রহণ করবেন। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষকের অর্থও ঠিক একইভাবে প্রধান শিক্ষক পরিশোধ করবেন। অন্যায়ভাবে একজন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত করেন এবং তিনি আদালতে মামলার মাধ্যমে নির্দোষ প্রমাণ করে যোগদান করেছেন। তাই তার নামে গৃহীত অর্থ তাকে দেয়ার ব্যবস্থা ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঐ শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগ বৈধকরণের মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়া হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা অধিদফতরের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে সরকারী অনুদান প্রদানের ব্যবস্থার জন্য আবেদন জানানো হয়।

সূত্র জানায়ঃ গত ১১ই এপ্রিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতরের সহকারী পরিচালক আগের মতোই ত্রুটি উল্লেখ করে ঐ শিক্ষিকার অনুদানের অর্থ ফেরত চেয়েছেন। একই সাথে বিজ্ঞপ্তির ভাষা যথাযথ হয়নি এবং পুনরায় সঠিকভাবে প্রচার করে বৈধ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন। আদালতের রায় এবং অবৈধ বরখাস্তকৃত ঐ শিক্ষকের ২২ হাজার ৯৯৬ টাকা গ্রহণের প্রমাণপত্রের ফটোকপি চেয়ে প্রধান শিক্ষককে ৭ দিনের মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে দাখিল করার পুনঃ নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যর্থতায় পরবর্তী মাসের কিস্তি/ যাবতীয় সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন।

জানা গেছে, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা অঞ্জলী দত্তকে গত ২৯শে এপ্রিল আপত্তিকৃত ৪ হাজার ৫৬৮ টাকা সরকারী কোষাগারে ফেরত দেবার নির্দেশপত্র দেন এবং ঐ শিক্ষিকা গত পয়লা মে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে দেয়া পত্রে জানান যে, তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে কখনও বিদ্যালয়ে আসেননি, কোন টাকা গ্রহণ করেননি বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও দূত মারফত অথবা ডাকযোগেও কোন টাকা তাকে দেননি। কাজেই এর জন্য তিনি দায়ী নন।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন বিদ্যালয়টিকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করার পরেও দেশের সচেতন নাগরিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, অরাজনৈতিক সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ নানা মহলের দাবী মিটিং মিছিল এবং শেষ পর্যন্ত স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকের অনশনের প্রেক্ষিতে সরকারী নির্দেশে এই অধিদফতরের তৎকালীন মহাপরিচালক স্কুলটি সুরীটোলায় স্থানান্তর ও সরকারীকরণের আশ্বাস প্রদান করেন। এর পর নানা অসুবিধা সত্ত্বেও, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২টার পর থেকে ক্লাস করছেন।